যুগান্তর

তারিখ ... 14 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

খুলনা মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষে আহত অর্ধশত

খুলনা ব্যুরো

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে খুলনা মেডিকেল কলেজে রোববার ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ৬ ঘণ্টাব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে এ সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও পুলিশের লাঠিচার্জে ৩ জন পুলিশ সদস্যসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে। ঘটনার তদন্তে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হওয়ার পর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রশিবিরের এক কর্মী প্রহৃত হয়। এর পরপরই উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং মারমুখী অবস্থান নেয়। এ অবস্থায় দু'গ্রুপের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠিচার্জ করে। এতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পুলিশ জানায়, এ সংঘর্ষে ইটের আঘাতে ৩ জন পুলিশ আহত হয়েছে। ছাত্রলীগের দাবি অনুযায়ী সংঘর্ষে তাদের ৩০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে সজল বিশ্বাস, আসিফ ইকবাল, আনজান হোসেন প্রকাশ, অয়ন, ইমতি, পাপ্পু, পিন্টু, উজ্জ্বল, বাপ্পী, রনি, রকিব ও নিবারের আঘাত গুরুতর। শিবির নেতাকর্মীরা দাবি করছে, প্রতিপক্ষের হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে তাদের ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে রাজুকে প্রথমে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ইসলামী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া মেহেদী, রিয়া, মামুন, রাসেল, সাজ্জাদ, জিল্লুর, হাসান মামুন, রফিক, নাহিদ ও এহসানসহ ১৮ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।